ঈশ্বর প্রেম ও দৃঢ় প্রত্যয়

১ যোহন ৪ অধ্যায় ১৩-২১ পদ

গত সপ্তাহে আমরা শিখেছি যে, বিশ্বাসী **আমরা যখন একে অন্যকে ভালোবাসি**, তখন তার দ্বারা এই সাক্ষ্য দিই **যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন** (১২ পদ)। বিশ্বাসী আমাদের জীবনে এই নিশ্চয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেবল একে অন্যকে ভালোবাসার মাধ্যমে নয়, ১৩ পদে এই নিশ্চয়তার পক্ষে যোহন আরও একটি কারণের কথা উল্লেখ করেছে, আর তা হল তিনি আমাদেরকে তাঁর আত্মা দিয়েছেন: *"এতে আমরা জানি যে, আমরা তাঁতে থাকি, এবং তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন, কারণ তিনি নিজের আত্মা আমাদের দান করেছেন।"* এ বিষয়ে ৩:২৪খ পদে যোহন পূর্বেই উল্লেখ করে বলেছিল, *"আর তিনি আমাদের যে আত্মা দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন।"* অর্থাৎ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এই সম্পর্কের বিষয় নিশ্চয়তা লাভের কারণ হল, তিনি নিজে তাঁর আত্মার ভাগ আমাদের দিয়েছেন।

ঈশ্বর কেবল আমাদেরকে ভালোবাসার কথা বলেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করতে চান। পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্য থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রথমে, এদেন উদ্যানে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সরাসরি সহভাগিতা ছিল (আদি ৩:৮)। কিন্তু মানুষের পাপের দ্বারা যখন সেই সহভাগিতা ছিন্ন হয়েছিল, ঈশ্বর নিজে পশুর রক্ত ঝরিয়ে আদম ও হবার পাপ ঢাকা দিয়ে, তাদেরকে তাঁর সহভাগিতায় আসবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এরপর, আমরা আদিপুস্তকে হনোক (৫:২২), নোহ (৬:৯) বা অব্রাহামের (১৭:১; ২৪:৪০) কথা পাই, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করত।

এর আরও পরে, আমরা ইস্রায়েলের মধ্যে আবাসতাম্বুর (যাত্রা ২৫:৮; ৪০:৩৩-৩৫) মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা দেখতে পাই। কিন্তু আবার ইস্রায়েল জাতির পাপের ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের গৌরব তাদের ত্যাগ করেছিল (১ শমূয়েল ৪:২১)। কিন্তু ঈশ্বর শমূয়েল ও দায়ূদকে ব্যবহার করে সেই জাতিকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন ও শলোমনে দ্বারা নির্মিত মন্দিরে ঈশ্বরের গৌরব পুনরায় ফিরে আসে (১ রাজা ৮:১-১১)। কিন্তু তারা আবার পাপ করে বাবিলনে নির্বাসিত হয় জেরুশালেম মন্দির ধ্বংস হয় ও ঈশ্বরের গৌরব পুনরায় তা ত্যাগ করে (যিহিষ্কেল ৮:৪; ৯:৩; ১০:৪; ১১:২২-২৩)।

কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব পুনরায় তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টের ব্যক্তিত্বে ফিরে আসে (যোহন ১:১৪ ২:১৮-২২)। কিন্তু "গৌরবের সেই প্রভুকে" (১ করি ২:৮) অর্থাৎ যীশুকে মানুষ ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা করে। তথাপি, তৃতীয় দিবসে যীশু পুনরুত্থিত হন, স্বর্গে যান ও মানুষের মাঝে ঈশ্বরের বসবাসকে স্থায়ী করার জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞানুসারে (যোহন ১৪:১৬) পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেন। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের গৌরব এখন ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানদের মধ্যে বাস করে (১ করি ৬:১৯)। হ্যাঁ, পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই আজ ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বর্তমান।

"আমাদের মধ্যে ঈশ্বর আছেন কি-না, তা জানাবার উপায় কী?" এই প্রশ্নের উত্তর পেতে যোহন আমাদের দুটি পরীক্ষার কথা বলেছে। প্রথমটি হল ব্যবহারিক *(practical)* পরীক্ষা: **আমরা কি একে অন্যকে ভালোবাসি?** কিন্তু দ্বিতীয়টি হল মনস্তাত্ত্বিক *(psychological)* পরীক্ষা: **আমরা কি পবিত্র আত্মা লাভ করেছি?** কিন্তু আমরা কীভাবে জানতে পারি যে আমরা পবিত্র আত্মা পেয়েছি? এর উত্তরে নতুন নিয়ম থেকে আমরা যে সাধারণ উত্তর পেয়ে থাকি, তা হল, আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে নিশ্চয়তা সহকারে প্রার্থনা (৩:১৯-২২), ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আভ্যন্তরীণ দৃঢ় প্রত্যয়, পবিত্র আত্মার দান, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, খ্রীস্টবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষ্যের সত্যতা কেবল একটি বিষয়ের দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। যখন কেউ কেবল যীশুতে বিশ্বাসের কথা মুখে বলে, বা তার সহবিশ্বাসীকে কেবল ভালোবাসে, বা কেবল পবিত্র আত্মার দানের দাবি করে, তখন তার দ্বারা তাকে প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে গ্রহণ করা সঠিক কাজ নয়। পরিবর্তে, আমরা যখন তার মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ের সুসমন্বয় দেখতে পাই, তখনই তা তার প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

যোহন তার এই কথাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরতে ১৪ পদে একই সঙ্গে প্রৈরিতিক বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্যদানের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

কথা উল্লেখ করে বলেছে, *"আর আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তা করে প্রেরণ করেছেন।"* অর্থাৎ, কেবল পবিত্র আত্মার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বা দানের দাবি করলেই হবে না; দেখতে হবে, যারা সেই দাবি করে, তারা প্রেরিতদের বিশ্বাস স্বীকার করে কি-না। কারণ, খ্রীস্টের প্রতি প্রাথমিক বিশ্বাস স্বীকার ব্যতীত পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতার কোনও মূল্য নেই। তাই, যোহন জোরের সঙ্গে বলেছে যে, *"আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে . . ."* এর আগে ৯ পদে, যীশুকে জগতে প্রেরণ করার পেছনে কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, *"যেন আমরা তাঁর দ্বারা জীবন লাভ করতে পারি।"* যার অর্থ, যীশু হলেন **বিশ্বাসী আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তকারী বলি**। কিন্তু এখানে (১৪ পদে), যে কারণের কথা বলা হয়েছে, তা হল, যীশু *"জগতের ত্রাণকর্তা।"* এর থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হল, তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তকারী হবার দ্বারাই জগতের ত্রাণকর্তা হয়েছেন। অর্থাৎ, *"তিনি কেবল আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত নন, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপার্থক"* (১ যোহন ২:২)। অর্থাৎ, সমস্ত দেশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, বা সংস্কৃতি অতিক্রম করে তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনকারী। এই কারণেই মেষশাকের উদ্দেশে চারি প্রাণী ও চব্বিশজন প্রাচীন এই গীত গান করেন, *"তুমি হত হয়েছ, এবং নিজের রক্ত দ্বারা সমস্ত বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকগোষ্টি থেকে ঈশ্বরের জন্য লোকদের ক্রয় করেছ"* (প্রকা. ৫:৯)। শমরিয় স্ত্রীলোকের মাধ্যমে তার গ্রামের সকলে যখন যীশুর সাক্ষাৎ পেয়েছিল, তারাও একই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল, *"ইনি সত্যই জগতের ত্রাণকর্তা"* (যোহন ৪:৪২)।

নিজের বিরোধীদের কথা মাথায় রেখেই যোহন এই সমস্ত কথা বলেছে। কারণ তাদের অনেকেই প্রৈরিতিক বিশ্বাসকে অস্বীকার করেও বিশেষ ঈশ্বর-জ্ঞানের অধিকারের কথা বলেছে। ১৫ পদে যোহন তাদের সেই দাবিকে পুনরায় খণ্ডন করে বলেছে, *"যে কেউ স্বীকার করবে যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তাতে থাকেন, এবং সে ঈশ্বরে থাকে"* (১৫ পদ)। অর্থাৎ, ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সহভাগিতা যীশু খ্রীস্টের দেহায়িত হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত; আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, পিতা পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন এবং যীশুই হলেন সেই পুত্র। আবার, যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে স্বীকার করার অর্থ তাঁর সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে *(metaphysical)* কেবল বিবৃতি দেওয়া নয়, কিন্তু যিনি সেই বিশেষ পদের অধিকারী তাঁর প্রতি বাধ্যতামূলক আস্থাস্থাপন। বর্তমান দিনে অনেকে তাঁর প্রতি কেবল বাধ্যতামূলক আস্থা প্রদর্শন করলেও, তাঁর সত্তাগত পদ তথা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে স্বীকার করে না; তারা জড়বস্তু ছাড়া অন্যকিছু বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভব নয় বলে থাকে *(agnostic)*। কিন্তু যোহন এখানে এই দুটি বিষয়েরই প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে: ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যীশুতে বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি বাধ্যতামূলক আস্থা।

এই কথা বলার পর ১৬ পদে যোহন পুনরায় বিশ্বাসীর বিশ্বাস সম্বন্ধে নিশ্চয়তার কথা বলেছে: বিশ্বাসী তার বিশ্বাস সম্বন্ধে নিশ্চিত কারণ সে ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের প্রেম উপভোগ করেছে। সে ব্যক্তিগতভাবে তা জেনেছে ও তাতে আস্থা স্থাপনও করেছে: *"ঈশ্বরের যে প্রেম আমাদের মধ্যে আছে, তা আমরা জানি, ও বিশ্বাস করেছি। ঈশ্বর প্রেম; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাতে থাকেন"* (১৬ পদ)। *"ঈশ্বরের যে প্রেম আমাদের মধ্যে আছে,"* এই কথার দ্বারা যোহন ক্রুশের উপর ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে প্রেম প্রদর্শন করেছেন, কেবল তাকে নির্দেশ করেনি; পরিবর্তে, পবিত্র আত্মার দ্বারা আমরা আমাদের হৃদয়ে তাঁর ভালোবাসার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করি (রোমীয় ৫:৫), তাকেও নির্দেশ করেছে।

১৬ পদের শেষাংশে যোহন এর আগের সমস্ত কথার উপসংহার টেনেছে: যেহেতু ঈশ্বর প্রেম (৮ পদ), সেইহেতু যে কেউ প্রেমে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে ও ঈশ্বর তাতে থাকেন। অর্থাৎ, **প্রেমে জীবন-যাপনই হল ঈশ্বরে থাকার প্রমাণ অথবা ফলাফল**: এ কথার অর্থ, প্রেম করার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় আসি না, কিন্তু এর বিপরীতে, তাঁর সঙ্গে সহভাগিতার ফলস্বরূপ, আমরা প্রেমে জীবন-যাপন করি। এর থেকে আমরা খ্রীস্টবিশ্বাসীর ৩টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে পারি: **(১) পবিত্র আত্মার অধিকার** (১৩ পদ), **(২) ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যীশুখ্রীস্টের প্রতি স্বীকারোক্তি** (১৪-১৫ পদ), এবং **(৩) ঈশ্বরের প্রেমে জীবন-যাপন** (১৬ পদ)। যীশুকে জগতের ত্রাণকর্তা (১৪ পদ) হিসাবে উপস্থিত করতে হলে, বিশ্বাসী আমাদের দায়িত্ব এই ৩টি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া। আজকের দিনে মণ্ডলী-বিমুখ অনেক মানুষ আমাদের চোখে পড়ে, যারা এক সময় মণ্ডলীতে আসত কিন্তু এখন আর আসে না; তার যদিও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, কিন্তু অন্যতম প্রধান কারণ হল, খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

তাদের কাছে রাখতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আজ অন্বেষী হয়ে যারা আমাদের মণ্ডলীতে এসেছে, তাদের প্রতি কি আমরা খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের পরিচয় রাখতে পেরেছি? মনে রাখতে হবে, হাজার কথা বলে কোনও লাভ নেই, যদি-না আমরা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের পরিচয় রাখি।

২:২৮ পদে, যোহন খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা উল্লেখ করে বলেছে, *"তিনি যখন প্রকাশিত হন, তখন আমরা সাহসযুক্ত হই, তাঁর আগমনে তাঁর থেকে লজ্জিত না হই।"* এখন, তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় আমরা কীভাবে লজ্জিত না হয়ে আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর যোহন ১৭ পদে দিয়েছে: *"এতেই প্রেম আমাদের সঙ্গে সিদ্ধ হয়েছে, যেন বিচার-দিনে আমাদের সাহস লাভ হয়; কারণ তিনি যেমন আছেন, আমরাও এই জগতে তেমন আছি।"* অর্থাৎ, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশিদের প্রতি আমাদের প্রেমের অভিজ্ঞতা বিচারদিনের জন্য আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় দিয়ে থাকে। এই প্রত্যয়ের পেছনে কারণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যোহন বলেছে, *"কারণ তিনি যেমন আছেন, আমরাও এই জগতে তেমন আছি।"* অর্থাৎ, আমরা এই পৃথিবীতে যীশুখ্রীস্টের ন্যায় আছি। এর অর্থ, যদিও আমরা এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রলোভনের মধ্যে অবস্থান করছি, তথাপি আমরা এই জগতের নই; কিন্তু পিতার সঙ্গে যীশুখ্রীস্ট যে সম্পর্কে সম্পর্কীত, আমরাও পিতার সঙ্গে সেই একই সম্পর্কে সম্পর্কীত। তাই প্রত্যেক বিশ্বাসী আমাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, তা হল, খ্রীস্টের অনুকরণ।

১৭ পদে, বিচারদিনে বিশ্বাসীর দৃঢ় প্রত্যয়ের পেছনে যে প্রেমে সিদ্ধতার কথা বলা হয়েছিল, ১৮ পদে সেই প্রেমের দ্বারা আমরা কীভাবে সাহসী হয়েছি, তা বর্ণনা করা হয়েছে: *"প্রেমে ভয় নেই, বরং সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বের করে দেয়, কারণ ভয় দণ্ডযুক্ত, আর যে ভয় করে, সে প্রেমে সিদ্ধ হয়নি"* (১৮ পদ)। অর্থাৎ, প্রেম ও ভয়ের সহবস্থান সম্ভব নয়। এই কারণে, যে কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ, সে ভবিষ্যৎ বিচারদিনের প্রতি নির্ভয়ে তাকাতে পারে। যেখানে প্রেমের সিদ্ধ সম্পর্ক বর্তমান, সেখানে ভয় থাকতে পারে না। যেহেতু আমরা শেষবিচারের বিচারকর্তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ, সেইহেতু আমরা শেষবিচারের কথা চিন্তা করে ভয় পাই না। যেহেতু আমরা শাস্তির কথা চিন্তা করে ভয় পেয়ে থাকি, সেইহেতু বিচারদিনের শাস্তির কথা চিন্তা করে আমাদের ভয় করবার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম নেই, তারা ঈশ্বরকে ভয় করে থাকে, এবং বিচারদিনের ভয়ে তারা জড়সড় হয়ে থাকতে বাধ্য।

বিশ্বাসী যদিও শেষবিচারের ভয়ে ভীত নয়, ঠিক কথা, কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের প্রতি অন্য এক প্রকার ভয় কাজ করে, যাকে সম্ভ্রম বা শ্রদ্ধামিশ্রত ভয় বলা হয়ে থাকে (লূক ১:৫০; প্রেরিত ১০:২, ২২, ৩৫; ১৩:১৬; ইফি ৫:২১; ৬:৫; কল ৩:২২; ১পিতর ১:১৭)। ঈশ্বরের প্রতি এই সম্ভ্রম প্রদর্শনের দ্বারা আমরা সভয়ে ও সকম্পে তাঁর সেবা করে থাকি (২করি ৭:১৫; ইফি ৬:৫; ফিলি ২:১২)। তাই, আমরা যেন সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রম ও বিচারদিনের জন্য ভয়ের মধ্যে পার্থক্য মাথায় রাখি। অবশ্য, নামে বিশ্বাসী হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের দোহাই দিয়ে কোনও লাভ নেই। তথাপি, আমরা যেন কখনও বিচারের ভয় দেখিয়ে বিশ্বাসীদের প্রেমের সম্পর্কের অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা না করি। কারণ, ভয় কখনও আমাদের পরিবর্তিত করতে পারে না। তাই ভয় দেখিয়ে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে, যোহন আমাদের বলেছে যে, যখন আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রেম সত্যিসত্যি উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মধ্য থেকে বিচারের ভয় সরে যায়; কারণ আমাদের পাপের শাস্তি ক্রুশের উপর যীশুখ্রীস্ট নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই, ভয়ের পরিবর্তে আমরা নিশ্চয়তা, সাহসিকতা ও দৃঢ়প্রত্যয়ত লাভ করেছি।

হ্যাঁ, যে প্রধান উপায়কে ব্যবহার করে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ করেন, তা বিচারের ভয় নয়, কিন্তু তাঁর প্রেমের মাহাত্ম্য। তাঁকে ভালোবাসার দ্বারা আমরা নিজেরা তাঁর কাছে আসিনি; কিন্তু তিনিই আমাদের প্রথম ভালোবেসেছেন: *"আমরা প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের প্রেম করেছেন"* (১৯ পদ)। অর্থাৎ, তিনি আমাদের প্রতি যে প্রেম করেছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসাবে আমরাও তাঁকে ভালোবেসে থাকি। তাই, আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার মাহাত্ম্য আমরা যত বেশি উপলব্ধি করব (ইফি ৩:১৮-১৯), আমরা তত বেশি তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম প্রদর্শনে বাধ্য হব।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই ভালোবাসা সর্বদা আমাদের বিশ্বাসী ভাই-বোনদের প্রতি আমরা প্রকাশ করতে বাধ্য। কারণ, কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসার দাবি করে, কিন্তু তার সহবিশ্বাসীকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ভালোবাসতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে একজন মিথ্যাবাদী। এই কথাই যোহন খুব স্পষ্ট করে ২০ পদে উল্লেখ করেছে, *"যদি কেউ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, আর নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী; কারণ যাকে দেখেছে, নিজের সেই ভাইকে যে প্রেম করে না, সে যাঁকে দেখেনি, সেই ঈশ্বরকে প্রেম করতে পারে না"* (২০ পদ)। যীশু নিজে তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে তাঁর শিষ্যদের একই কথা বলেছিলেন (যোহন ১৩:৩৪)। ঈশ্বরকে যেহেতু চোখে দেখা যায় না, সেইহেতু তাঁকে ভালোবাসার কথা বলে কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এমনকি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির বিভিন্ন বাহ্যিক অনুশীলনের (প্রার্থনা, উপাসনায় যোগদান, দান, ইত্যাদি) দ্বারাও প্রকৃত প্রেমের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সহবিশ্বাসীকে ভালোবাসার দ্বারা ঈশ্বরকে ভালোবাসার পক্ষে সত্য সাক্ষ্যদান সম্ভব। কারণ ঈশ্বরকে ভালোবাসার একটা দিক হল সহবিশ্বাসীকেও ভালোবাসা।

শেষে যোহন তার পাঠক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে ঈশ্বর তাদের এই আজ্ঞা দিয়েছেন যে, তারা যেন একে অন্যকেও ভালোবাসে (২:৯; ৩:১০, ২৩)। *"আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি যে, ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে নিজের ভাইকেও প্রেম করুক"* (২১ পদ)। যোহন এই কথার উপর জোর দিয়েছে, কারণ সে তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন অনেককে দেখেছিল যারা এই কথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম ও ভাইদের প্রতি আমাদের প্রেম অবিচ্ছিন্নভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আজকের দিনে, বিশ্বাসী আমাদের জন্যও এই কথা একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা কেবল ঈশ্বর-প্রেম বা ভক্তির কথা মুখে বলে থাকে, কিন্তু তারা তাদের পরিবার-পরিজন বা আত্মিয়-স্বজন বা সহবিশ্বাসীদের প্রতি প্রেমের পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না; ঈশ্বরের প্রতি তাদের এই ভালোবাসা কখনও প্রকৃত ভালোবাসা হতে পারে না। কারণ, যাঁকে তারা ভালোবাসার কথা বলে থাকে, তাঁর আজ্ঞা (*ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে নিজের ভাইকেও প্রেম করুক*) তারা অবহেলা করে চলেছে।

আজ আমরা যতজন এখানে উপস্থিত হয়েছি, তারা নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করব, আমি কি আমার ভাইদের মধ্যে কাউকে এখনও ঘৃণা করি? একথা ঠিক যে, সবাই সমান নয়; সকলের আচার-আচরণ বা ব্যবহার আমরা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ঈশ্বর যখন আমাদের ভালোবেসেছেন, তখন কি তিনি আমাদের সমস্ত আচার-আচরণ মেনে নিয়েছেন? না, আমাদের এমন অনেক আচার-আচরণ আছে, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য, তথাপি তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমরা আমাদের ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের ব্যবহারে পরিবর্তন লাভ করি। গ্রিক পৌরানিক কাহিনীতে আমরা মিদাসের কথা পাই, যার স্পর্শের দ্বারা সমস্ত বিষয় সোনায় রূপান্তরিত হত। আমাদের ঈশ্বরও মিদাসের ন্যায় এমন স্পর্শশক্তির অধিকারী, যার সংস্পর্শে যে আসে, তার মনোভাব বা প্রবৃত্তি ভালোবাসার বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়। ঈশ্বরের প্রেম যখন আমাদের স্পর্শ করে, তখন তা আমাদের এমন মানুষে রূপান্তরিত করে, যারা ভালোবাসার অযোগ্যকেও ভালোবাসতে পারে।

আসুন, সবার আগে আমরা ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যীশুখ্রীস্টে আস্থা স্থাপন করি এবং আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি। তিনি যখন তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের সেই উপলব্ধি দেন, তখনই কেবল আমরা তাঁর সেই প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারি। তা যদি আমরা উপলব্ধি করি, তাহলে আমরা তাঁকে ভালোবাসতে বাধ্য হব। তাঁকে ভালোবাসার অর্থ, তাঁর আজ্ঞাসকলও আমরা পালন করব (যোহন ১৪:২১)। ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের ভাই-বোনদেরও ভালোবাসব; এমন কি তাদের পর্যন্ত ভালোবাসব, যাদের আমরা সহ্য করতে পারি না, যাদের দেখলেই রাগে আমাদের লোম খাঁড়া হয়ে যায়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্কের পরিচয় দিয়ে থাকে। আসুন, নিজেরা ঈশ্বরের ভালোবাসা উপলব্ধি করে সমস্ত মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসি ও প্রতিবেশিকে ভালোবাসি এবং অবিশ্বাসীদের কাছে সেই ভালোবাসা পৌঁছে দিই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)